131000 - ঋণ ও ক্রয়বক্রিয়রে মধ্যে পার্থক্য

প্রশ্ন

আমি জনকৈ বোনরে কাছ থকেে কর্জে হাসানা হসিবেে কছিু স্বর্ণ নয়িছেি এবং অঙ্গীকার করছেি যে, নর্দিষ্টি সময়রে পর আমি সমান ওজনরে স্বর্ণ তাকে ফরেত দবি। দয়া করে আপনারা আমাকে জানাবে, এটা কি সুদরে অন্তর্ভুক্ত হবে? জাযাকুমুল্লাহু খাইরা।

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

এক:

সুদরে বহু জাত ও প্রকার বর্ণনা করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে কাছ থকেে বহু টক্সেট উদ্ধৃত হয়ছে। এর মধ্যে রয়ছেে উবাদা বনি সামতে (রাঃ) এর হাদসিটি। তনিি বলনে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেনে: ‘স্বর্ণরে বনিমিয়ে স্বর্ণ, রৌপ্যরে বনিমিয়ে রৌপ্য, গমরে বনিমিয়ে গম, যবরে বনিমিয়ে যব, খজেুররে বনিমিয়ে খজেুর, লবণরে বনিমিয়ে লবণ সমান সমান ও হাতে হাতে (বক্রিি কর)। আর যদি প্রকারগুলো ভন্নি ভন্নি হয় তাহলে তোমরা হাতে হাতে যভোবে ইচ্ছা সভোবে বক্রিি করতে পার।’[সহহি মুসলমি (১৫৮৭)]

দুই:

ঋণ দয়ো জায়যে এবং মুসলমানদরে ইজমার ভত্তিতিে এটি একটি মুস্তাহাব আমল; চাই সটো সুদ সংবদেনশীল সম্পদগুলোর মাধ্যমে হোক কংিবা অন্য সম্পদগুলোর মাধ্যমে হোক।

ইবনুল কাত্তান ‘আল-ইক্বনা ফি মাসায়লিলি ইজমা’ গ্রন্থে (পৃষ্ঠা-১৯৭) বলনে: “আলমেদরে মধ্য থকেে প্রত্যকে যার কাছ থকেে ইলম মুখস্ত করা হত তারা এই মর্মে ইজমা (মতক্যে) করছেনে যে, দনিার, দরিহাম, গম, যম, খজেুর ও স্বর্ণ এবং প্রত্যকে যে খাদ্যরে সদৃশ পাওয়া যায় সটো ওজনযোগ্য হোক কংিবা মাপনযোগ্য; সটো ঋণ নয়ো জায়যে।[সমাপ্ত]

দুই:

প্রশ্নকারীর কাছে স্বর্ণ দয়িে স্বর্ণ ঋণ দয়োর ক্ষত্রেে আপত্তি জাগার ভত্তিি হলো: যহেতেু সটেি সুদশ্রণেীয় সম্পদরে

একটরি সাথে অপরটরি বনিময়; কন্তিু হস্তান্তর বলিম্বে। এর জবাব নম্নিোক্ত পয়ন্টে:

১। শরয়িতরে দললি 'হাতে হাতে' উল্লখে করে 'নগদে হস্তান্তর' হওয়ার যে শর্তটি আরোপ করা হয়ছে সটো ক্রয়বক্রিয়রে ক্ষত্রেে। যহেতেু হাদসিে বলা হয়ছে: "যভোবে ইচ্ছা সভোবে বচোকনো করতে পার"। এ সংক্রান্ত দললিগুলোতে ঋণ এর কথা উল্লখে নইে।

২। কর্জ দয়োটা হলো একটি দান, সহমর্মতিা ও দয়া; বচোকনো এমনটি নয়। বচোকনো হলো: মূল সম্পদরে বনিময়; সটো আর ফরেত না দয়িে।

ইবনুল কাইয়্যমে (রহঃ) 'ইলামুল মুওয়াক্কঈিন আন রাব্বলি আলামীন' গ্রন্থে (২/১১) বলনে: পক্ষান্তরে কর্জ: যনিি বলছেনে যে, এটি কয়িাসরে বপিরীত; তার সংশয়টি হলো: এটি সুদশ্রণেীয় সম্পদকে সুদশ্রণেীয় সম্পদ দয়িে বনিময় করা; কন্তিু হস্তান্তর বলিম্বে করা। এটি ভুল। কারণ কর্জ হলো উপযোগ দান করা শ্রণেীয়; যমেন আরয়িা। এ কারণে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এটাকে منيحة (মানীহা- অনুগ্রহ হসিবেে ধার দয়ো জনিসি) বলছেনে। তনিি বলনে: أو منيحة ذهب أو منيحة ورق (কংিবা স্বর্ণরে মানহিা বা রৌপ্যরে মানহিা)। এটি সহমর্মতিাশ্রণেীয়; বনিময়শ্রণেীয় নয়। কারণ বনিময়রে ক্ষত্রেে প্রত্যকেে তার মূল সম্পদটা এমনভাবে প্রদান করে যে, সটো আর তার কাছে ফরিে আসে না। আর কর্জ হচ্ছে আরয়িা ও মানহিা শ্রণেীয়...। এটি কোনভাবে বচোকনো শ্রণেীয় নয়; বরং সহমর্মতিা, দান ও সদকাশ্রণেীয়।[সমাপ্ত]

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) 'আল-শারহুল মুমতি' গ্রন্থে (৯/৯৩) বলনে: এটি সহমর্মী চুক্তি; এর দ্বারা উদ্দশ্যে হচ্ছে কর্জগ্রহীতাকে কর্জ দয়ো জনিসিটরি মালকি বানয়িে দয়ো...। অতএব, সটো একটি সহমর্মতিামূলক চুক্তি; এর দ্বারা বনিময় ও লাভ উদ্দশ্যে নয়; বরং এটি নতিান্ত অনুগ্রহ। এ কারণে কর্জ দয়ো জায়যে; যদওি কর্জরে রূপটি সুদরে রূপরে মত। কনেনা কউে যদি এক দরিহাম দয়িে এক দরিহামকইে বক্রিি করে; কন্তিু লনেদনে নগদ নগদ না হয় তাহলে সটোই সুদ। আর যদি কউে কাউকে এক দরিহাম ঋণ দয়ে এবং একমাস পর (ঋণগ্রহীতা) সটো তাকে ফরেত দয়ে; তদুপরি সটো সুদ হবে না। যদওি সটো সুদরেই রূপ। এতে নয়িত ছাড়া আর কোন পার্থক্য নইে। যখন ঋণ দয়োর মাধ্যমে উদ্দশ্যে হলো সহমর্মতিা ও অনুকম্পা করা তখন সটো জায়যে।

৩। এটি সুবদিতি যে, সইে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে যামানা থকেে আজ পর্যন্ত মানুষ একে অপররে কাছ থকেে নগদ অর্থ, দরিহাম, দনিার, সব ধরণরে সম্পদ ও সব ধরণরে জনিসি যমেন- যব, উট; ধার নয়ে এবং সদৃশ জনিসি ফরেত দয়ে। কউে বলে না যে, এটি সুদ। আয়শিা (রাঃ) থকেে বর্ণতি আছে যে, তনিি বলনে: একবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক ইহুদী থকেে বাকীতে খাবার কনিলনে এবং তার কাছে নজিরে লোহার বর্মটি বন্ধক রাখলনে।[সহহি বুখারী (২২৫১) ও সহহি মুসলমি (১৬০৩)] যব সুদশ্রণেীয় পণ্য।

আমরা যদি কর্জ নয়োর ক্ষত্রেে নগদ প্রদানকে আবশ্যক করতাম তাহলে সকল সুদশ্রণেীয় সামগ্রীতে ঋণরে অস্তত্বি

থাকত না।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।